لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ | ১৫ই মার্চ, ১৯৬৩ সন | ২১শ সংখ্যা

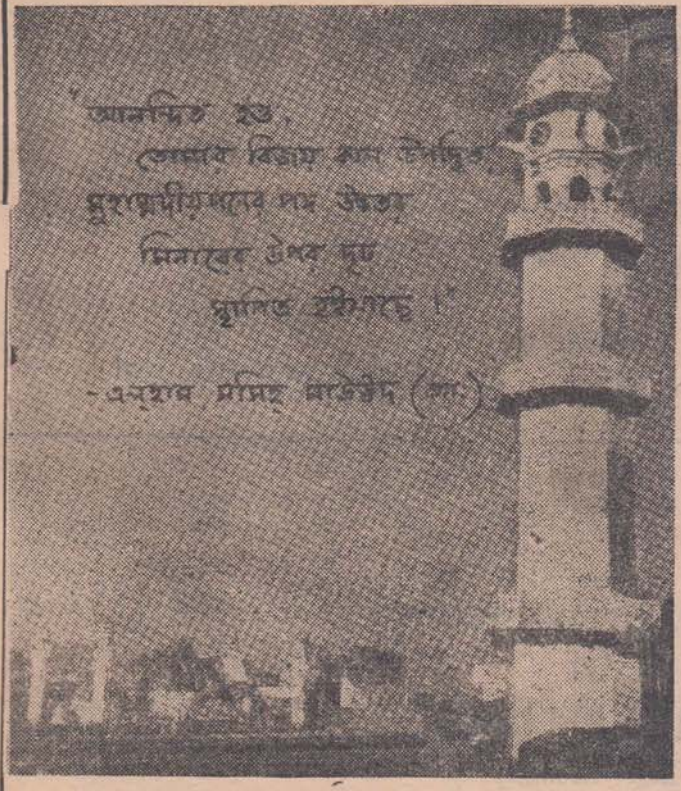


মিনারাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
( কাদিয়ান )

## 'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—

আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি ( আইঃ )

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ | প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ | তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

# বিষয় সূচী


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১। | কোরআন করীম অনুবাদ | .. | ১ |
| ২। | হাদিস .. | .. | ৫ |
| ৩। | "হোশান্না," খৃষ্টানগণ ! .. | .. | ৮ |
| ৪। | এক জন সুইস নও-মুস্‌লিমের এন্তেকাল | .. | ১৬ |
| ৫। | পূর্ব পাকিস্তান শুরা মজলিস .. | .. | ,, |



## হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

## * খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্‌মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
**WORLD RELIGIONS**
*Best Monthly*
**THE REVIEW OF RELIGIONS**
Published from
RABWAH ( West Pakistan )

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

# আহমদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ১৫ই মার্চ : ১৯৬৩ সন :: ২০শ সংখ্যা

## কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম ( রাযিঃ )

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

### সুরাহ্ বকরাহ্

#### চতুর্বিংশ রুকু

১৯০। ( হে মুহাম্মদ ) লোকে তোমাকে সব নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তাহাদিগকে বলিয়া দাও, "তাহা মানবের (সাধারণ কাজ কর্ম) ও হজ্জের সময় নিরূপণের উপায়।" এবং ঘরের পশ্চাৎ দিক দিয়া আগমন করা কোন পুণ্য নহে ; বরং তকওয়া অবলম্বন করা পুণ্য এবং তোমরা ঘরে উহার দরওয়াজা দিয়া আগমন কর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে।

১৯১। আল্লাহ্‌র পথে তোমরা যুদ্ধ কর, উহাদের সহিত যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ

করে এবং সীমা লঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা লঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসেন না।

১৯২। এবং তোমরা যেখানেই সুযোগ পাও, তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং তাহারা তোমাদিগকে যে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, তোমরাও তাহাদিগকে সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দাও; এবং (জানিয়া রাখ যে) উপদ্রব অশান্তি সৃষ্টি করা এই প্রকার যুদ্ধের চেয়ে অধিকতর মারাত্মক। এবং তোমরা তাহাদের সহিত মস্‌জিদুল্‌-হারামের সন্নিকট যুদ্ধ করিও না, যে পর্যন্ত না তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, তোমরাও তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। এই ভাবেই কাফিরগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে।

১৯৩। তাহারা যদি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল, পরম-দয়াময়।

১৯৪। এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না (কাফিরদের) অত্যাচার থামিয়া যায় এবং ধর্ম গ্রহণ করা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হয়। যদি তাহারা অত্যাচার করা হইতে বিরত হয়, তবে শুধু অত্যাচারীদের ছাড়া তাহাদের প্রতি কোন শত্রুতা পোষণ করিও না।

১৯৫। সম্মানিত মাস (যুল্‌কোদ, যুল্‌-হজ্জ, মুহরম ও রজব) সম্মানিত মাসের সমতুল্য (সুতরাং কোন এক সম্মানিত মাসের অবমাননা হইলে উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে) এবং (এই ভাবে) সম্মানিত বস্তুগুলি (যথা ধন, প্রাণ, সম্মান ও ধর্মের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে) উহারও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব কেহ যদি তোমাদের প্রতি অন্যায় করে, তবে তোমরাও সেই পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কর যে পরিমাণ অন্যায় সে করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তাহাদের সঙ্গী।

১৯৬। এবং আল্লার পথে ব্যয় কর এবং (কৃপণতা করিয়া) স্বহস্তে (আপনাকে) ধ্বংশের মুখে নিক্ষেপ করিও না; এবং পুণ্য কার্য কর—নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পুণ্যবান-গণকে ভালবাসেন।

১৯৭। হজ্জ্‌ এবং উম্‌রা আল্লার সন্তোষ লাভের জন্য সম্পন্ন কর। যদি তোমরা (পথিমধ্যে) বাধা প্রাপ্ত হও, তবে যেরূপ কুরবানীর জীবই পাও তাহাই যথেষ্ট এবং কুরবানীর জীব মক্কায় না পৌঁছা পর্যন্ত মস্তক মুণ্ডন করিও না। এবং তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে বা তাহার মাথায় উপদ্রব হইলে (যদি মাথার চুল মুণ্ডন করে)

তবে উহার প্রতিবিধান (তিন) রোযা (ছয়) দরিদ্র ভোজন, অথবা (কোন জীবের) কুরবানী। কিন্তু যখন তোমরা নিরাপদে মক্কায় পৌছিবে, তখন যে কেহ উমরা ও হজ্জ্ একত্রে সম্পন্ন করিবে, তাহার জন্য কুরবানীর যে প্রকার জীবই পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট। এবং যে ব্যক্তি কোরবানীর কোন প্রকার জীবই লাভ করিতে পারে না, সে হজ্জের সময়ে তিন রোযা রাখিবে এবং যখন আবাসে প্রত্যাগমন করিবে, তখন (আরও) সাত রোযা রাখিবে। এই পুর্ণ দশ রোযা (উহার কাফারা)। এই বিধান সেই ব্যক্তির জন্য যাহার পরিজন মস্‌জিদে হারামের সন্নিকটে বাস করে না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

## পঞ্চবিংশ রুকু

১৯৮। হজ্জের মাসগুলি সুবিদিত। যে ব্যক্তি এই মাস সমূহে হজ্জের জন্য রওয়ানা হইবে, সে এহরাম বাঁধা অবস্থায় কখনও অশ্লীলতা, দুষ্কর্ম এবং বিবাদ করিতে পারিবে না। তোমরা যে পুন্যকার্য্য কর আল্লাহ্ তাহা অবগত হন। পাথের লইয়া হজ্জে গমন করিও (যেন ভিক্ষা করিতে না হয়) এবং উৎকৃষ্টতম পাথেয় খোদাকে ভয় করা। এবং হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা একমাত্র আমাকেই ভয় করিও।

১৯৯। (হজ্জে গমনকালে বাণিজ্য দ্বারা) তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করা তোমাদের পক্ষে অন্যায় নহে। কিন্তু যখন তোমরা 'আরাফাত' হইতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন 'মুযদলিফার' অবস্থান করতঃ আল্লার নামের জপ করিও এবং তাঁহাকে স্মরণ করিও যেভাবে তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিপথগামী ছিলে।

২০০। অতঃপ', সর্বসাধারণ যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিও এবং আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিক্ষমাশীল, বার বার দয়াকারী।

২০১। যখন তোমরা হজ্জের যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন করিয়া লও, তখন আল্লার মহিমা বর্ণনা করিও যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতৃ পুরুষগণের সুখ্যাতি বর্ণনা করিয়া থাক, বরং আল্লার মহিমা অধিকতরভাবে বর্ণনা করা উচিত। কতক লোক এমন আছে, যাহারা বলে: "হে আমাদের প্রভু, আমাদিগকে (যাহা দিতে হয়) এই পৃথিবীতেই দাও।" এরূপ লোকের জন্য পরকালে কোনই অংশই নাই।

২০২। এবং অনেক মানুষ এমন আছে, "যাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু এই পৃথিবীতে আমাদিগকে মঙ্গল দান কর এবং পরকালে আমাদিগকে মঙ্গল দান কর এবং আগুনের শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষ কর।"

২০৩। উহাদের জন্যই তাহাদের কর্মের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০৪। ('মিনা' অবস্থানকালে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিবে গণিত (১১, ১২, ১৩ যুল্‌হজ্জের) দিনগুলি। যে শীঘ্র চলিয়া আসার জন্য মাত্র দুই দিন অবস্থান করে, তাহার কোন অপরাধ হইবে না এবং যে (তিন দিনের পরও) বিলম্ব করে, তাহারও কোন দোষ হইবে না। তাহার জন্য (এই বিধান) যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্রিত করা হইবে।

২০৫। এবং এমনও লোক আছে, যাহার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে আকৃষ্ট করিবে এবং সে তাহার হৃদয়ের অবস্থার প্রতি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিবে, অথচ সে (প্রকৃতপক্ষে) অধিকতম কলহ প্রিয়।

২০৬। যখন সে কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন পৃথিবীতে উপদ্রব করিতে এবং কৃষি ও পশুসমূহ বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে এবং আল্লাহ্‌ কখনও উপদ্রব পছন্দ করেন না।

২০৭। এবং যখন তাহাকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর,' তখন অহঙ্কার তাহাকে (আরও) পাপের দিকে প্ররোচিত করে। সুতরাং দুযখই তাহার জন্য যথেষ্ট এবং উহা অতি মন্দ বাসস্থান।

২০৮। এবং এমনও লোক আছে যে, আল্লার সন্তোষ লাভের জন্য আত্মবিক্রয় করে এবং আল্লাহ্‌ (এরূপ) ভক্ত বন্দাগণের প্রতি অতি স্নেহশীল।

২০৯। হে মুমিনগণ, তোমরা আত্মসমর্পণের ধর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২১০। অতঃপর যদি তোমরা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণরাজি আগমন করার পর

স্খলিত হইয়া পড়, তবে (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

২১১। তাহারা ইহারই প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ্ ও ফেরেশ্‌তাগণ মেঘের ছায়ায় আগমন করুন এবং বিষয় মীমাংসিত হউক। (ইহা ত কিয়ামতের দিন হইবে) এবং তখন সমস্ত বিষয় মীমাংসার জন্য আল্লার সমীপে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।

## হাদিস

মুকার্‌রাম মৌলবী মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহ সাহেব
(মুরব্বী, সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়া)

(১)

وعن عبد الله بن مسعود قال
قال رسول الله صلے الله عليه و
سلم لا تذهب الدنيا حتى يملك
العرب رجل من اهل بيتي يواطئ
اسمه اسمي - رواه الترمذي وابو
داؤد وفي رواية له قال لو لم
يبق من الدنيا الا يوم لطول الله
تعالى ذلك اليوم حتى يبعث الله
فيه رجلا مني او من اهل بيتي
يواطئ اسمه اسمي و اسم ابيه اسم
ابي يملا الاض قسطا و عدلا كما
ملئت ظلما و جورا -

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ মসউদ হইতে বর্ণিত :

রসুল করিম (দঃ) বলিয়াছেন, 'পৃথিবী শেষ হইবে না যে পর্যন্ত না আমার বংশধরগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আরবের বাদশাহ না হইবে। তাহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে"। 'তিরমিযি' এবং 'আবুদাউদ' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। 'আবুদাউদের' এক বর্ণনায় আছে নবী করিম (দঃ) বলিয়াছেন, পৃথিবীর একটি দিনও যদি বাকী থাকে, তাহা হইলে সেই দিন আল্লাহ্-তা'লা আমার মধ্যে হইতে বা আমার বংশধরগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উত্থিত করিবেন, যাহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে ও তাহার পিতার নাম আমার পিতার নামের তুল্য হইবে। সেই ব্যক্তি ন্যায় বিচারের দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করিবে, যেভাবে উহা অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপুর্ণ হইয়াছিল।"

পূর্বেকার ভাষ্যকারকগণ বলিয়াছেন "মোহাম্মদ মাহ্‌দী" নামে একজন আঁ-হযরত (দঃ) বংশধরগণের মধ্য হইতে আরবের বাদ্‌শাহ হইবেন এবং সেই যুগে হইবেন, যে যুগে আরবদের প্রধান্য অনারবের উপরেও থাকিবে। সেই বাদশাহ খুবই দয়ালু ও ন্যায় বিচারক হইবেন। ইনিই আখেরী সময়কার ইমাম মাহ্‌দী।" ('রাহমাতুল মুহ্‌দাত শরহে মিশকাত')

উক্ত টীকায় ভাষ্যকারকগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা ইতিহাসের ঘটনাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য করিলে ইহা যে কবেই পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় থাকে না। উক্ত টীকায় সুন্দর একটি চাবি দেওয়া আছে, সেই চাবি দ্বারাই বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়, আখেরী যামানার ইমাম মাহ্‌দীকে নিয়া টানা টানি করিতে হয় না। উহা হইল 'আরবের প্রধান্য'। অর্থাৎ 'মোহাম্মদ মাহ্‌দী' তখন বাদশাহ হইবেন, যখন আরবের প্রভুত্ব 'অনারবের উপরেও' থাকিবে। 'শেষ যামানায় ইমাম মাহ্‌দী' (আঃ) তখন আগমন করিবেন, যখন আরবদের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে এবং খ্রীষ্টানদের প্রধান্য সর্বত্র হইবে। তখনই মুসলমানদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে ইমাম মাহ্‌দী মসিহে মওউদ (আঃ) আগমন করিবেন। এখন আরবদের প্রধান্যের যুগে উক্ত নামের বাদশহকে খুঁজিয়া বাহির করিলেই হাদিসোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না। সেই বাদশহ্ ছিলেন খলীফা মোহাম্মদ মাহ্‌দী বিন আবদুল্লাহেল মানসুর।

বাগদাদের খলিফা মনসুরের পুত্র মোহাম্মদ মাহ্‌দী খুবই ন্যায় বিচারক ও দয়ালু ছিলেন। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'খলিফা আল্-মনসুরের' নাম 'আবদুল্লাহ' এবং 'মনসুর' তাঁহার উপাধি।

হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত আব্বাসের বংশ হইতে সেই নামীয় বাদশা হইয়াছেন। বলা অনাবশ্যক যে, আঁ-

হযরত ( দঃ ) ও হযরত আব্বাস একই বংশীয়। পুনরায় আখেরী যমানার দিকে চাহিয়া থাকা অজ্ঞতা বই আর কিছুই নহে।

( ২ )

عن ام سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول المهدى من عترتى من اولاد فاطمة رواه ابو داؤد -

হযরত উম্মে সলমা (রাযি) হইতে বর্ণিত ঃ

রসুল করিম ( দঃ ) বলিতে শুনিয়াছি, "মাহ্দী আমার বংশধর ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবেন।" ( 'আবুদাউদ' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন )

এই হাদিসে বলা হইয়াছে যে, "মাহ্দী" আঁ-হযরতের ( দঃ ) বংশধর হযরত ফাতেমার (রাঃ) আওলাদ হইতে হইবেন। এখানে 'আখেরী যমানায়' হইবেন বলিয়া কোন কথাই নাই। এই মাহ্দীই যে আখেরী যমানায় হইবেন ও তাঁহার নাম যে কি হইবে, তাহাও নাই। শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় 'মাহদী' হযরত ফাতেমার ( রাঃ ) আওলাদ হইতে হইবেন। শেষ যামানার 'মাহ্দী'ও হইতে পারেন বা মধ্য যুগের মাহ্দীও হইতে পারেন। কেননা হাদিসে বহু 'মাহ্দী' আগমন করিবেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

( ৩ )

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المهدى منى اجلى الجبهة اقنى الانف يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا يملك سبع سنين - رواه ابو داؤد -

হযরত আবু সাইদ খুদরী ( রাঃ ) হইতে বর্ণিত ঃ

রসুল করিম ( দঃ ) বলিয়াছেন, "মাহ্দী আমার বংশধরগণের মধ্যে হইবেন, তাঁহার উজ্জল চেহ্রা ও উচ্চ নাসিকা হইবে। ন্যায় বিচারে তিনি পৃথিবী তেমন পরিপূর্ণ করিবেন, যেমন পৃথিবী অন্যায় ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি সাত বৎসর রাজত্ব করিবেন"। ইহা 'আবু-দাউদ' বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদিসে মাহ্দীর শরীরের গঠন মাত্র বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তিনি যে বাদশাহ হইবেন একথাও বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই মাহ্দী যে কবে হইবেন প্রথম কি শেষ যামানায় হইবেন তাহার কিছুই বর্ণনা করা হয় নাই। তবুও আখেরী যামানায় এই মাহ্দী হইবেন বলিয়া প্রচার করা মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।

( ক্রমশঃ )

# "হোশান্না," খৃষ্টানগণ !

## মশিহের আগমন হইয়াছে !

—আহ্‌মদ চৌফিক চৌধুরী

রাজ্যের সন্তানগণ, আনন্দিত হউন !

সদাপ্রভুর দূত প্রতিশ্রুত মশিহের আগমন হইয়াছে। গোমের মধ্য হইতে শ্যামাঘাস পৃথক করিবার জন্য কাস্ত্যা সহ প্রেরিত হইয়াছেন তিনি। দিয়াবলের কবল হইতে রাজ্যের সন্তানগণকে উদ্ধার করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন তিনি, যেন যিশুর দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,—

"স্বর্গ রাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করিলেন। কিন্তু লোক, নিদ্রা গেলে পর তাঁহার শত্রু আসিয়া ঐ গোমর মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করিয়া চলিয়া গেল। পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও প্রকাশ হইয়া পড়িল। * * * শস্যচ্ছেদনের সময় পর্য্যন্ত উভয়কে একত্র বাড়িতে দাও। পরে ছেদনের সময়ে আমি ছেদকদিগকে বলিব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করিয়া পোড়াইবার জন্য বোঝা বোঝা বাঁধিয়া রাখ, কিন্তু গোম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।" * * * "যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। ক্ষেত্র জগৎ, ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ; শ্যামাঘাস সেই পাপাত্মার সন্তানগণ; যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল; ছেদনের সময় যুগান্ত।"

('মথি,' ১৩: ২৪—৩০, ৩৬—৪৩)

এই দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায় যে, যিশুর অবর্তমানে তাঁহার সৎ-শিক্ষার সহিত অসৎ শিক্ষা মিশ্রিত করিয়া জনৈক পাপাত্মা তাহা প্রচার করিবে। কিন্তু যুগান্তের পূর্বে এই উভয় শিক্ষাকে পৃথক করা সম্ভবপর হইবে হইবে না। যখন প্রতিশ্রুত মশিহ আগমন করিবেন, তখন তিনি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইবেন। যেমন লেখা আছে,—

"সেই মেঘের উপরে মনুষ্য পুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট ও তাঁহার হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ কাস্ত্যা। * * * আপনার কাস্ত্যা লাগউন, শস্য ছেদন করুন; কারণ শস্যচ্ছেদনের সময় আসিয়াছে।"

('প্রকাশিত বাক্য,' ১৪ : ১৪, ১৫)

হে খ্রীষ্ট মণ্ডলী! সদা প্রভু ঈশ্বরকে ভয় করুন, ও তাঁহার গৌরব করুন, কেননা তাঁহার বিচার সময় উপস্থিত। রাজ্যের এই সুসমাচার শ্রবণ করুন! মনুষ্যপুত্র প্রতিশ্রুত মশিহের আগমন হইয়াছে। তাঁহার নাম মির্যা গোলাম আহ্‌মদ। পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার 'কাদিয়ান' নামক স্থানে তিনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর্যা গোলাম মূর্তাযা। তাঁহারা পূর্বে পারশ্য দেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের পর সেই নক্ষত্রের উদয় হইয়াছে, যাহা যীশুর জন্মের পর পূর্ব দিকে উদিত হইয়াছিল। ('মথি,' ২ : ২) বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী যুদ্ধ বিগ্রহ, ভূমিকম্প এবং আরো বহু প্রকার ক্লেশের যুগে আগমন করিয়াছেন তিনি, যেন যুগান্ত ও প্রতিশ্রুত মশিহের আগমন বিষয়ে যীশুর এই বচন পূর্ণ হয়,—

"তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে; * * * জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে; এবং স্থান স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে। * * হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রীদিগের সন্তাপ হইবে। * * * কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমাইয়া দেওয়া না যাইত, তবে কোন প্রাণীই রক্ষা পাইত না; কিন্তু মনোনীতদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া যাইবে।" ('মথি,' ২৪ : ৬, ৭, ৮, ১৯, ২১, ২২, ২৩)

"আর নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়ও তদ্রূপ হইবে। * * * সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল *** মনুষ্যপুত্র যে দিন প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে।" ('লুক,' ১৭ : ২৬, ২৮, ৩০)

"মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথা জনক দুষ্ট ক্ষত জন্মিল। * * সমুদ্রের জীবগণ মরিল। * * প্রচণ্ড মহাভূমিকম্প হইল। * * আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ শিলাবর্ষণ হইল।" ('প্রকাশিত বাক্য,' ১৬ : ২, ৩, ১৮, ২১)

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ প্রতিশ্রুত মশিহের আগমনের পর এই সকল দৃশ্য আমাদের চোখের সম্মুখে পূর্ণ হইতেছে। আজ চতুর্দিকে যুদ্ধ ও যুদ্ধের জনরব। এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে এবং এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী লাগিয়াই আছে স্থানে স্থানে বড় বড় ভূমিকম্প হইতেছে। বন্যা আসিয়া দেশ ভাসাইয়া দিয়া যাইতেছে। প্রতিশ্রুত মশিহের দাবীর পর মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথা জনক দুষ্ট ক্ষত বা প্লেগ হইয়াছে। কিন্তু মনোনীতগণ নিরাপদ রহিয়াছেন। বোমা নিক্ষেপের ফলে সমুদ্রচর প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। আকাশ

হইতে বৃহৎ বৃহৎ শিলা সদৃশ বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীদিগের সন্তাপ হইয়াছে। কেননা ইহার ফলে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম এবং আরো বহু প্রকার রোগের উদ্ভব হইয়াছে। প্রতিশ্রুত মশিহ্ বলেন,—

"আমি সকলকে সদা প্রভুর আশ্রয়ের ছয়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ** শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকাটিত হইবে আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানব জাতি আপন সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত।** হে ইউরোপ, তুমি নিরাপদ নই। হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসিগণ, কোন কল্পিত ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। **আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও খনাইয়া আসিতেছে। নোহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে। লোটের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। সদাপ্রভু শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে ব্যক্তি সদা প্রভুকে পরিত্যাগ করে—সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না—সে জীবিত নহে, মৃত। ('হকিকতুল্ অহি')।

তিনি আরও বলেন:

"পুরাতন নিয়মের কতিপয় পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে প্রতিশ্রুত মশিহর সময়ে প্লেগ দেখা দিবে। যীশুও 'নূতন নিয়মে' এই সংবাদ দিয়াছেন। বহু ভাববাদীর কথিত এই ভবিদ্বাণী পূর্ণ না হওয়া অসম্ভব। ** বর্তমান যুগের লোকদিগকে ঐশী অনুগ্রহের নিদর্শন দেখাইবার জন্য সদা প্রভু আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, তোমাকে, তোমার গৃহ প্রাচীরের মধ্যবর্তী ব্যক্তিদিগকে, এবং তোমার অনুসরণ, আনুগত্য ও অকৃত্রিম ধর্মপরায়ণতার কারণে তোমাতে বিলীন মনোনীত ব্যক্তিদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা প্রকাশের জন্য এই যুগান্তে ইহা একটি ঐশী নিদর্শন হইবে। **আমিই সেই প্রতিশ্রুত মশিহ। সদা প্রভু যাহা চান, তাহাই করেন। যে ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নির্বোধ।" ('কিশ্‌তিয়ে নূহ')

তাঁহার আগমনের পর চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছে; আকাশ হইতে তারকাগণের পতন হইয়াছে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) কেননা লেখা আছে—

"আর সেই সময়ের ক্লেশের পরেই

সূর্য অন্ধকার হইবে, চন্দ্র জ্যোৎস্না দিবে না, আকাশ হইতে তারাগণের পতন হইবে ও আকাশ মণ্ডলের পরাক্রম সকল বিচলিত হইবে। আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে।" ('মথি', ২৪ : ২৯, ৩০)

"শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, ** আমি উপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নীচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন রক্ত, অগ্নি ও ধূম বাষ্প দেখাইব। ** সূর্য্য অন্ধকার হইয়া যাইবে; চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে" ('প্রেরিতদের কার্য বিবরণ,' ২ : ১৭-২০)

"তখন মহাভূমিকম্প হইল; এবং সূর্য্য লোমজাত কম্বলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূর্ণচন্দ্র রক্তের ন্যায় হইল" ('প্রকাশিত বাক্য', ৬ : ১২) হে খ্রীষ্ট মণ্ডলী! নিম্ন লিখিত ভাববাণী পূর্ণ হইয়া কি প্রতিশ্রুত মশিহের সত্যতা প্রকাশ করিতেছে না?

"কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্মনিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্-বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বর প্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে।" (২ তিমথীয়, ৩ : ১-৪)

"আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, এক জন অন্যকে সমর্পণ করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ করিবে। ** আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে।" ('মথি,' ২৪ : ১০, ১২)

এই সকল চিহ্ন প্রকাশিত হওয়ার পরও কি আপনারা প্রতিশ্রুত মশিহ্ আহ্মদকে অস্বীকার করিবেন? আপনারা কি বলিতে চাহেন যে, সেই সময় এখনও আসে নাই? অতএব, একবার যীশুর এই উপদেশ পাঠ করুন, —

"এই জন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ড তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্য পুত্র আসিবেন।" ('মথি', ২৪ : ৪৪ ও 'লুক,' ১২ : ৪০)

যিরুশালেমের পূর্ব্ব দিকে ভারত হইতে প্রকাশিত হইয়া সুদূর পশ্চিম দেশ পর্যন্ত তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যাহাতে এই ভাববাণী পূর্ণ হয়।

"কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য পুত্রের আগমন হইবে।" ('মথি,' ২৪ : ২৭)

প্রতিশ্রুত মশিহের প্রচারকগণ আজ পৃথিবীর কোণায় কোণায় সত্যের বাণী প্রচার করিতেছেন। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা

তথা সারা বিশ্বে আজ প্রচার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলেন :—

"দেখ, ঐ যুগ আসিতেছে। পরন্তু নিকটে আসিয়া গিয়াছে, যখন সদাপ্রভু এই মণ্ডলীকে (আহ্‌মদীয়া মতবাদকে) পৃথিবীতে অত্যন্ত গ্রহণীয় করিয়া তুলিবেন। ইহা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে প্রসার লাভ করিবে।"( 'তোহফায়ে গুলোড়বীয়া') যেন বীশুর কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,—

'আর তিনি মহা তুরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন; তাঁহারা আকা শর এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যান্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন " ('মথি,' ২৪ : ৩১)

প্রতিশ্রুত মশিহ বলেন :

"সদা প্রভু চাহেন যে ইউরোপ বা এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণকে একত্বের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন ভক্তগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। ইহাই আমার উদ্দেশ্য, যে জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি।" ('আল্‌-অসিয়ত') যেন এই লিখিত ভাববাণী পূর্ণ হয়,—

"আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে" ('মথি,' ২৫ : ৩১)

আর যখন মনুষ্য পুত্র মশিহ আগমন করিবেন তখন,—

"সর্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে।" ('মথি' ২৪: ১৪) কেননা,—

"আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য শেষ হইবে না, যে পর্য্যন্ত মনুষ্য পুত্র না আইসেন।" ('মথি,' ১০ : ২৩)

অর্থাৎ প্রাতশ্রুতি মশিহের আগমনের পর জগতে সত্য ধর্মের পূর্ণ প্রচার হইবে এবং সমুদয় জাতির নিকট সদা প্রভুর বাণী প্রচার করা হইবে। কেননা নাসরতীয় যীশু আগমন করিয়াছিলেন কেবল মাত্র ইসরাইলের জন্য। যেমন লেখা আছে,—

"ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" ('মথি,' ১৫ : ২৪)

তাঁহার প্রচার কার্য ছিল ইস্রায়েলের মধ্যে আবদ্ধ। পর জাতিগণের নিকট প্রচার করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। যেমন,—

"তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল।" ('মথি,' ১০ : ৬৭)

ইহাই ছিল যীশুর প্রকৃত শিক্ষা। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে পৌল যীশুর শিক্ষার সহিত নিজ মত মিশ্রিত করিয়া এই শিক্ষার বিরুদ্ধে পরজাতিগণের নিকট প্রচার করেন যেমন, পৌলের কথা লেখা আছে,—

"এখন অবধি আমি পরজাতীদের নিকট চলিলাম" ('প্রেরিতদের কার্য নিবারণ,' ১৮ : ৬)

"কিন্তু হে পরজাতীয়েরা, তোমাদিগকে বলিতেছি; পরজাতীয়দের জন্য প্রেরিত বলিয়া আমি নিজ পরিচর্য্যা পদের গৌরব করিতেছি; যদি কোন প্রকারে আমার স্বজাতীয়দের অন্তর্জ্বালা জন্মাইয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি লোকের পরিত্রাণ করিতে পারি।" ('রোমীয়,' ১১ : ১৩, ১৪)

"আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ পরজাতীদের নিমিত্ত খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি।" ('ইফিষীয়,' ৩ : ১,২)

"একটি কথা নিশ্চয় কপটতায় কি সত্য ভাবে, যে ভাবেই হউক, খ্রীষ্ট প্রচারিত হইতেছেন; আর ইহাতেই আমি আনন্দ করিতেছি।" ('ফিলিপীয়,' ১ : ১৮)

উপরের উদ্ধৃতিগুলি পাঠ করিলে পৌলের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ পৌল যিহুদী বিদ্বেষে পরজাতিগণের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্মের অনধিকার প্রচার ও তাহাদিগকে দীক্ষিত করার পথ সৃজন করেন। নিজ হইতে ব্যবস্থা তৈয়ার করিয়া তিনি খ্রীষ্টের শিক্ষা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যেমন, পৌল বলেন,—

"কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?" ('রোমীয়,' ৩ : ৭)

প্রথম জীবনে পৌল ছিলেন সত্যের ভয়ানক বিরোধী। মনোনীতদের উপর অকথ্য অত্যাচার করাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাজ। পরবর্তী কালে তিনি যীশুকে মান্য করিয়া যীশুর শিক্ষার বিরুদ্ধে নিজ মতবাদকে পরজাতির নিকট প্রচার করেন। যেমন, লেখা আছে,—

"আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতিমাত্র তাড়না করিতাম ও তাহা উৎপাটন করিতাম।" ('গালাতীয়,' ১ : ১৩)

"পূর্ব্বে আমি ধর্মনিন্দক, তাড়নাকারী ও অপমানকারী ছিলাম।" (১ 'তিমথিয়,' ১ : ১৩)

বর্তমানে যে খ্রীষ্ট ধর্ম জগতে প্রচারিত হইতেছে, ইহা সেই ধর্ম, যাহা পৌল কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। যীশু স্বয়ং শ্যামাঘাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়ে ভবিষ্যাদ্বাণী করিয়াছিলেন। প্রতিশ্রুত মশিহের আগমনের পর শ্যামাঘাস হইতে গোম পৃথক করা হইয়াছে, অর্থাৎ পৌলের মতবাদ হইতে যীশুর সত্য শিক্ষাকে পৃথক করা হইয়াছে।

খ্রীষ্টারির কবল হইতে রাজ্যের সন্তানদিগকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি আগমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনের ফলে পাপাত্মার সন্তানগণ হইতে রাজ্যের সন্তানগণ পৃথক হইতেছে। সারা পৃথিবীতে সত্য প্রচা-

রিত হইয়া 'স্বর্গরাজ্য' স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। প্রতিশ্রুত মশিহ আহ্‌মদ বলেন, ঃ—

"স্মরণ রাখা দরকার যে এই ধর্ম যাহা খ্রীষ্ট ধর্ম নামে আখ্যায়িত হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা পৌলের ধর্ম, যীশুর ধর্ম নহে।" ('চশমায়ে মসিহী')

পৌলের ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে হয় ত অনেক খৃষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, স্বয়ং যীশুই প্রতিশ্রুত মশিহ। দুই হাজার বৎসর পূর্বের যীশুই যুগান্তে আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন। কিন্তু এই বিশ্বাস ঠিক নহে। যীশুর নিজ বাক্য ইহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন, যীশু আগমন করিয়াছিলেন শুধু ইস্রায়েলের উদ্ধারকল্পে। ('মথি,' ১৫: ২৪) কিন্তু প্রতিশ্রুত মশিহ মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) আগমন করিয়াছেন সারা জগতের মানব জাতির জন্য। ('মথি,' ২৮: ৩১) তা'ছাড়া প্রতিশ্রুত মশিহকে Son of Man বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পিতা থাকিবেন। কিন্তু যীশু বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি ছিলেন মরিওমের পুত্র বা Son of Woman এবং সকল খৃষ্টানই বিশ্বাস করেন যে, যীশু বিনা পিতায় কুমারী মরিওমের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যীশু স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলিয়াছেন,—

"আর তিনি মহাতূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন।"
('মথি,' ২৪: ৩১)

এইখানে যদি যীশু নিজের আসিবার কথা বলিতেন তাহা হইলে,

"তিনি মহাতূরীধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবেন" না বলিয়া 'আমি * * * প্রেরণ করিব' বলিতেন।

এখন কেহ কেহ প্রশ্ন উঠাইতে পারেন যে, এই ভাববাণী যে অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা 'যীশুর পুনরাগমন বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাক্য' নামে অভিহিত, এই জন্য স্বয়ং যীশুর আগমনের কথাই এই স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব স্মরণ রাখা দরকার যে, একই আত্মিক গুণে গুণান্বিত বিভিন্ন ব্যক্তিকে একই নামে অবিহিত করা হইয়া থাকে। যেমন, যীশু স্বয়ং যোহনকে 'এলিয়' বলিয়া আখ্যা দান করিয়াছেন। যেমন, লেখা আছে,—

"আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হইবে, তিনি এই ব্যক্তি" (অর্থাৎ যোহন) ('মথি,' ১১: ১৪)।

একই গুণে-গুণান্বিত হওয়ার ফলে প্রতিশ্রুত মশিহকে যীশু বলা হইয়াছে। যদ্রূপ যোহনকে যীশু 'এলিয়' বলিয়াছেন তদ্রূপ 'যুগান্তে আগমনকারী মশিহকেও' তিনি নিজে নামে অবিহিত করিয়াছেন। হে যীশুর প্রকৃত ভক্তবৃন্দ! আপনারা হটকারিতা পরিহার করুন। পাপ পুরুষ, বিনাশ সন্তানের কবল হইতে নিজকে মুক্ত করুন। সেই বিনাশ সন্তানের ভ্রান্ত শিক্ষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য এবং তাঁহার 'মুখের নিশ্বাস দ্বারা' সেই অধর্মীকে সংহার করিবার জন্য যুগান্তে প্রতিশ্রুত মশিহ আগমন করিয়াছেন। যেন ভাববাদীদ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়,—

"আর তখন সেই অধর্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের

নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন।" ('২ থিষলনীকীয়,' ২ঃ৮)

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যুগে যে মহাপুরুষ প্রতিশ্রুত মশিহ হওয়ার দাবী করিয়াছেন, তিনি আপন মণ্ডলীর লোকদিগকে বা তাঁহার শিষ্যদিগকে 'খ্রীষ্টিয়ান' নামে অভিহিত না করিয়া 'আহ্‌মদী' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে স্মরণ রাখা দরকার যে, যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার নিজ শিষ্যদিগকে 'খ্রীষ্টিয়ান' বলিয়া কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই। কোন ব্যক্তিই এই বিষয়ে কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিবে না। পৌলের প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসীগণই পরবর্তী কালে খ্রীষ্টিয়ান নামে অবিহিত হইয়াছে। যথা,—

"আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রীষ্টীয়ান' নামে আখ্যাত হইল।"
( প্রেরিতদের কার্য্য বিবরণ' ১১ : ২৬ )

অতএব, হে পৌলের শিষ্যমণ্ডলী! ফরীশী ও অধ্যাপকগণের ন্যায় অস্বীকার করিতে ব্যস্ত হইও না। যদি যীশুর প্রতি বাস্তবিকই তোমাদের কোন শ্রদ্ধা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আত্মিক প্রকাশ প্রতিশ্রুত মশিহ, মনুষ্য পুত্র আহ্‌মদকে ( আঃ ) গ্রহণ কর। কেননা তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই অনন্ত জীবন লাভ করা সম্ভব হইবে। আর যদি কূট তর্ক ও হটকারিতার আশ্রয় নিয়া সদা প্রভুর প্রিয় প্রেরিত আহ্‌মদকে ( আঃ ) অস্বীকার কর, তাহা হইলে ভাববাণী অনুযায়ী তোমাদিগকে সদাপ্রভুর রোষের মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। 'প্রকাশিত বাক্য,' ১৪ঃ ১৯ ) আর হে রাজ্যের সন্তানগণ! আসুন, আপনারা এত দিন পর্যন্ত যে নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় ছিলেন তাহা আজ সৃষ্ট হইয়াছে। যেমন লেখা আছে,—

"আমরা এখন নূতন আকাশ মণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্মিকতা বসতি করে।" ('২ পিতর,' ৩ঃ ১১ )

প্রতিশ্রুত মশিহ মৌর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী ( আঃ ) বলেন ঃ

"সদা প্রভু আমাকে বলিয়াছেন, 'আমি এখন নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিব।' এই উক্তির তাৎপর্য এই যে পৃথিবী এখন মৃত, সদা প্রভুর চেহারা না দেখার কারণে জগদ্বাশীর হৃদয় মৃতবৎ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; অতীত ঐশী নিদর্শনমালা এখন কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে, অতএব সদা প্রভু নূতন পৃথিবী ও নূতন আকাশ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কি সেই নূতন পৃথিবী? এবং কি সেই নূতন আকাশ? সেই পবিত্র হৃদয়ই 'নূতন পৃথিবী', সদা প্রভু সহস্তে যাহা সৃষ্টি করিতেছেন। এই পবিত্র হৃদয়ের বিকাশ হইবে ঈশ্বর হইতে এবং ঈশ্বরের বিকাশ হইবে এই পবিত্র হৃদয় হইতে। 'নূতন আকাশ' বলিতে সেই নিদর্শনমালা বুঝিতে হইবে, সদা প্রভুর অনুমতিক্রমে তাঁহার এই দাসের মাধ্যমে যাহা প্রকাশিত হইতেছে।

কিন্তু হায়, জগৎ সদা প্রভুর নূতন জ্যোতির শত্রু হইয়াছে। কাহিনী ব্যতীত তাহাদের নিকটে আর কিছুই নাই। তাহাদের কল্পনাকেই তাহারা মনে করে। তাহাদের

হৃদয় বক্র, উদ্যম শিথিল এবং চক্ষু পর্দায় আচ্ছন্ন। অপর জাতিগণ ত স্বয়ং ঈশ্বরকেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। মানব সন্তানকে যাহারা ঈশ্বর মনে করিতেছে, তাহাদের কথা আর কি বলিব?"

[ কিশতিয়ে নূহ ]

## এক জন সুইস নও-মুসলিমের ইন্তেকাল

সুইজারল্যাণ্ডের মুবাল্লিগ মুকর্‌রাম চৌধুরী মুশ্‌তাক আহ্‌মদ বাজওয়া সাহেব জিউরিক হইতে জানাইতেছেন যে, আমাদের একজন অকপট বন্ধু মিঃ মুবারক আহ্‌মদ ফ্রাই ১৫ই জানুয়ারী হটাৎ জিউরিকে দেহপাত করিয়াছেন। সুইজারল্যাণ্ডে তিনি সর্ব প্রথম আহ্‌মদী মুস্‌লিম ছিলেন। তিনি বকায়দা চাঁদা প্রদান করিতেন। তহ্‌রীক জদীদের চাঁদা দানেও অংশ গ্রহণ করিতেন। তব্‌লীগের ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল।

হযরত খলিফাতুল্‌ মসিহ্‌য়সানী আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লা ১৯২৫ সনে ইউরোপ ভ্রমণের সময় তিনি বহু স্থলে হুজুরের সঙ্গে ছিলেন। বন্ধুগণ এই ভ্রাতার 'মগফেরতের' জন্য দোয়া করিবেন, যেন আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহার নিকট তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং জান্নাতুল্‌ ফিরদাওসে উচ্চ স্থানে দান করেন। আমীন!

## পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশিক আমীরের 'শুরা মজলিস'

পূর্ব পাকিস্তানের আমীরের 'শুরা মজ্‌লিস' সম্বন্ধে হযরত আমীরুল্‌ মুমেনীন আইয়্যেদাহুল্লাহু-তা'লার এক ইরশাদ ১৯৩২ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারীর 'আল্‌-ফযল' হইতে স্মরণার্থে ১৯৬৩ সনের ৯ই মার্চ তারিখের 'আল্‌ ফযলে' প্রকাশিত হইয়াছে। হুযুর বলেন:—

"যেহেতু প্রদেশের কাজের জন্য তিনি শুধু প্রদেশের প্রধান নগরের বন্ধুগণের পরামর্শের উপর নির্ভর করিতে পারেন না এজন্য আমি নির্দেশ দিতেছি যে, প্রাদেশিক আমীরের একটি 'শুরা মজলিস' (পরামর্শ সভা) থাকিবে। উহাতে প্রদেশের সব 'মুকামী আমীর' থাকিবেন এবং তাঁহাদের ছাড়া সেল্‌-সেলার মুবাল্লিগগণও ইহার সভ্য হইবেন। তাঁহাদের ছাড়াও যদি কাহাকেও বিশেষ-ভাবে মরকায্‌ হইতে এতদুদ্দেশ্য নির্বাচন করা হয়, বা প্রাদেশিক আঞ্জুমন তাহাদের বাৎসরিক সম্মেলনের সময় কোন কোন ব্যক্তিকে বিশেষভাবে এই কাজের জন্য মনোনীত করে, তবে তাঁহাদিগকেও মজলিসের সভ্য মনে করিতে হইবে। আপাততঃ, আমি আমীরগণ ও মুবাল্লিগগণ বাদেও চৌধুরী আবুল হাশেম খাঁ সাহেব, মৌলবী মুবারক আলী সাহেব এবং প্রফেসার আবদুল কাদের সাহেবকে এই মজলিসের সভ্য নিয়োগ করিতেছি।"

# আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

## আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

## বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

## বিজ্ঞাপনের হার

| | | |
|---|---|---|
| সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা | প্রতি সংখ্যা | ৪০৲ |
| " অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম | " | ২৫৲ |
| " সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম | " | ১৫৲ |
| " সিকি কলম | " | ৮৲ |
| " কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা | " | ৭০৲ |
| " " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |
| কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ | প্রতি সংখ্যা | ৫০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ২৫৲ |
| " " ৪র্থ পূর্ণ | " " | ৮০৲ |
| " " " অর্ধ | " " | ৪০৲ |

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Wor
for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
*Editor* : *A. H. Muhammad Ali Anwar*